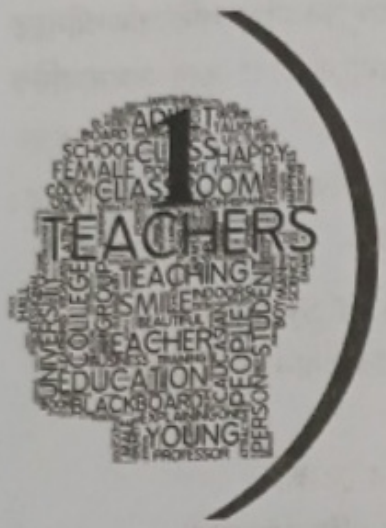

শিক্ষক শিক্ষার প্রাথমিক ধারণা
(Basic Concept of Teacher Education)

1.1. শিক্ষক শিক্ষার ধারণা এবং অর্থ (Concept and Meaning of Teacher Education)

সম্প্রতিকালে, শিক্ষক শিক্ষা (Teacher Education) শব্দটির অর্থ হল শিক্ষকতা বৃত্তিতে পেশাগত প্রস্তুতি। আর একটু ব্যাখ্যা করলে বলা যায় যে, এটি হল একটি সামগ্রিক শিক্ষা প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য হল প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক তৈরি করা। শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, এখানে যে সমস্ত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে তা তাদের সমগ্র জীবনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

1.1.1. শিক্ষক শিক্ষা সম্পর্কিত UNESCO-র মতামত (UNESCO's Views on Teacher Education)

UNESCO-র দলিলে বিবেচিত শিক্ষক শিক্ষা বা শিক্ষণের পাঠক্রম সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি (Vision of Teacher Education Curriculum as Envisaged in UNESCO Documents)

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) 1945 খ্রিস্টাব্দের 16 নভেম্বর গঠিত হলেও কার্যকারিতা লাভ করে 1946 খ্রিস্টাব্দে। বিশ্বের 195টি দেশ এর সদস্য। UNESCO গঠনের প্রধান লক্ষ্যগুলি ছিল—বিশ্ব শান্তি গঠন, দারিদ্র্যতা উচ্ছেদ, স্থিতিশীল উন্নয়ন, শিক্ষার মাধ্যমে আন্তঃসংস্কৃতি গঠন, সকলের সারাজীবনের জন্য গুণগত মানের শিক্ষাদান, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিপালন, যোগাযোগ ও তথ্যের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক জ্ঞান আহরণ প্রভৃতি।

UNESCO সাধারণত শিক্ষার হার, শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রভৃতি নিয়ে কাজ করলেও তার কর্মসূচি ছিল শিক্ষার বহুমাধ্যম (Multimedia) কৌশলগুলিকে পরিবর্তিত করা, যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি, শিক্ষণ পদ্ধতি, নাগরিকের দৃশ্য, ভবিষ্যৎমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। স্থিতিশীল

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে শিক্ষণ ও শিখনের কর্মসূচির মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ নতুন লক্ষ্যই পারে বিশ্বকে নতুনভাবে জানাতে এবং তার সমসাময়িক পরিস্থিতিকে উদ্‌ঘাটন করতে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মূল ভিত প্রোথিত আছে শিক্ষক-শিক্ষণের কর্মপ্রণালীর উপর। UNESCO-র শিক্ষক শিখন পাঠ্যসূচির মূল লক্ষ্যগুলি হল—

A. পাঠ্যসূচির যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা (Logical Description of Syllabus)

পাঠ্যসূচিকে বর্তমান পরিস্থিতির উপযুক্ত করে তুলতে তার প্রধান লক্ষ্য হবে—

1. বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন বাস্তবতাকে অন্বেষণ করা।
2. স্থিতিশীল উন্নয়নকে সকলের জন্য বোধগম্য করে তোলা।
3. বর্তমান পাঠ্যসূচির অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি রাখা।
4. স্থিতিশীল ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো।
5. শিক্ষককে বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া।

B. স্থিতিশীল ধারণার শিক্ষণ (Teaching of Sustainable Concept)

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে শিক্ষক শিক্ষণের ধারণার মধ্যে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকে স্থান দিতে হবে। এর লক্ষ্য হবে—

1. বর্তমান পাঠ্যসূচির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনকে স্থিতিশীল করে তোলা।
2. সকলের মধ্যে নাগরিকতা শিক্ষার বীজবপন করা।
3. স্বাস্থ্যসংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া।
4. বর্তমান পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে ক্রেতামূলক শিক্ষাদান করাও একান্ত প্রয়োজন।

C. আন্তঃসম্পর্কযুক্ত পাঠ্যসূচি রচনা (Farming Inter-related Syllabus)

বর্তমান দিনের পাঠ্যসূচি অবশ্যই কোনো নির্দিষ্ট একটি গন্ডির নিয়মে আবদ্ধ থাকবে না। তাকে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত করে গ্রহণ করলে তা বাস্তবসম্মত হবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণের মূল লক্ষ্য হবে—

1. স্থিতিশীল ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি ও ধর্মাচরণের শিক্ষা।
2. দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীলতার ধারণা অর্জন।
3. নারী শিক্ষা ও স্থিতিশীল উন্নয়ন।
4. বিশ্ব বসুধা সম্পর্কে সঠিক বোধগম্যতা।
5. স্থিতিশীল প্রক্রিয়ায় কৃষিকার্য।
6. স্থিতিশীল ধারণার ভিত্তিতে পর্যটন শিল্প।
7. স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের ধারণা।

D. শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি (Teaching-Learning method)

শিক্ষককে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে তাঁর নিজের শিক্ষণ পদ্ধতির লক্ষ্যের মধ্যে পরিবর্তনগুলি আনতে হবে—

1. পরীক্ষামূলক শিখন পদ্ধতি।
2. গল্প পদ্ধতি অনুসরণ।
3. মূল্যবোধের শিক্ষাদান।
4. অনুসন্ধানমূলক শিখন।
5. সঠিক মূল্যায়ন।
6. ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান।
7. শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিখন পরিচালনা।
8. সমাজের সমস্যার সমাধান।
9. প্রতিফলনমূলক চিন্তাভাবনা।
10. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার রূপায়ণ।
11. বর্তমান পরিস্থিতিতে একান্ত আবশ্যক জলবায়ুর পরিবর্তনমূলক শিক্ষাদান।

UNESCO অনুমোদিত উপরোক্ত শিক্ষক শিখন কর্মসূচির লক্ষ্যগুলি স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে রচিত হয়েছে। যার মাধ্যমে শিক্ষাসংস্কারের দ্বারা একাধারে যেমন বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি, শিক্ষণ কৌশল, মূল্যবোধের ধারণা পরিবর্তন সম্ভব তেমনি শিক্ষক-শিক্ষণের পদ্ধতির মধ্যেও ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতার ধারণা আনা সম্ভব।

1.1.2 শিক্ষক শিক্ষার অর্থ (Meaning of Teacher Education)

সি ভি গুড (*C V Good*) তাঁর শিক্ষক অভিধানে বলেছেন, শিক্ষক-শিক্ষণ হচ্ছে সমস্ত প্রথাগত ও অপ্রথাগত কাজ ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় যা একজনকে শিক্ষাগত পেশায় নিযুক্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নিতে এবং তা অত্যন্ত কার্যকারীভাবে পালন করতে গুণান্বিত করে।

বর্তমানের শিক্ষক-শিক্ষণের ধারণা পুরোনো ধারণাকে পরিবর্তন করে ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যৎ আধুনিক ধারণার দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষণ বা শিক্ষক-শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিষয়ক সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আধুনিক অর্থে আমরা শিক্ষক-শিক্ষণকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি: শিক্ষক-শিক্ষণ একটি প্রাতিষ্ঠানিক, প্রথাগত, উদ্দেশ্যমুখী, সংগঠিত শিক্ষক কর্মসূচি বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেশা হিসেবে যারা শিক্ষকতা কাজে যুক্ত বা হতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিকে দক্ষ করে তুলতে পারে ; শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনতুন পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াতে সাহায্য করতে পারে।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

1.1.3 শিক্ষক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Teacher Education)

শিক্ষক শিক্ষার কর্মসূচিটির উদ্দেশ্যগুলি খুবই বিস্তৃত। প্রাক্-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উদ্দেশ্যগুলি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। প্রাক্-প্রাথমিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনোবৈজ্ঞানিক বিকাশসাধন এবং পদ্ধতিবিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু বিষয়টি যখন মাধ্যমিক স্তরে চলে যায় তখন এর জটিলতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকরা সর্বদা শিক্ষার্থী এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলে। এই শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য এমনভাবে প্রস্তুত করে যাতে তারাও জীবনে আগত জটিল থেকে জটিলতর সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে। এইদিকের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করে নিম্নে শিক্ষক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে উপস্থাপন করা হয়—

- শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুসারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক, দার্শনিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক ধারণার বিকাশ ঘটানো।
- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রদান করা, কর্মে নিয়োগ করা, পর্যবেক্ষণ করা এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- নতুন নতুন জ্ঞানের আত্মীকরণের সুবিধা প্রদান, স্বশিখনের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, চিন্তাভাবনা ও যুক্তি প্রদান করার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দলীয়ভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করা।
- শিক্ষার্থীদের আত্ম-বিশ্লেষণ, আত্ম-মূল্যায়ন এবং সৃজনাত্মক কাজে অনুপ্রেরণা প্রদান করা।
- অর্জিত জ্ঞানকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।
- পেশাগত বিকাশ সাধনের জন্য পদ্ধতিগত দক্ষতা আয়ত্ত করা এবং বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করানো।
- শিক্ষার্থীদের বোঝার জন্য বোধগম্যতা বৃদ্ধি করা এবং এর জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- শিক্ষকদের মধ্যে মনোবৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা।
- নিজস্ব পেশায় আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।
- বিদ্যালয়ের বাইরে স্থানীয় সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে উদ্দীপিত করা।
- শিক্ষকের সাহচর্যে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে উৎপাদনী কাজের মাধ্যমে শিক্ষণে অনুপ্রাণিত করা।
- শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে উৎসাহিত করা।
- স্বীকৃত শিক্ষণ ও শিখননীতির প্রয়োগে শিক্ষাদান কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

1.1.4. শিক্ষক শিক্ষার প্রকৃতি (Nature of Teacher Education)

অন্যান্য পেশার ন্যায় শিক্ষকতা পেশার ক্ষেত্রেও নিজস্ব একটি প্রক্রিয়া এবং প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকৃতিগুলি হল—

- শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচিটি দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত।
- শিক্ষক শিক্ষা হল ধারাবাহিক একটি প্রক্রিয়া। কারণ, এই কর্মসূচি শুরু হয় প্রাথমিক কিছু কার্যাবলির মধ্যে দিয়ে এবং শেষ হয় দক্ষতার বিকাশসাধনের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে, সমগ্র দেশব্যাপী এই কর্মসূচির সময়কাল 2 বছর ধার্য করা হয়েছে।
- শিক্ষক শিক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক একটি ধারণা। এর অন্তর্ভুক্ত হল প্রাক্-কর্মরত প্রশিক্ষণ, কর্মরত প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি এবং বিধিমুক্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি। তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্র অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি পরিলক্ষিত হয়।
- শিক্ষক শিক্ষার প্রকৃতি গতিশীল ও বিকাশধর্মী। অতীতে শিক্ষকরা যে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করত বর্তমানে একই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মধ্যে পদ্ধতিগত, প্রক্রিয়াগত এবং উদ্দেশ্যগত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।
- শিক্ষক শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমশ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার বিকাশসাধন করা হয়ে থাকে।
- এই কর্মসূচির পাঠক্রমটি আদর্শভাবে নির্মিত ও সঠিকভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত। এই কর্মসূচির পাঠক্রমের কাঠামো NCFTE (2009) অনুসারে নির্মিত।
- এই শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচিটিতে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উভয় ধরনের জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা থাকে।

1.1.5 শিক্ষক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Need of Teacher Education)

শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমটি সাংবিধানিক কাঠামো এবং সামাজিক চাহিদার উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়ে থাকে। ভারতের মতো দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে গড়ে উঠেছে। শিক্ষক শিক্ষার পাঠক্রম বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। শিক্ষক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল—

- শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যবিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিকাশে সাহায্য করা। প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তু পৃথক হয়ে থাকে। সুতরাং, বিষয়বস্তু সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশে পেশাগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। আর এই শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচি আমাদের বিষয়গত জ্ঞানের আত্তীকরণে সহায়তা করে থাকে।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

- শিক্ষার্থীরা হল শিক্ষার মূল উপাদান। শিক্ষার্থীদের নিকট বিভিন্ন বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে উপস্থাপনার জন্য শিক্ষার্থীর জ্ঞানীয়, সামাজিক, শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের পর্যায়গুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা খুব প্রয়োজন। শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমটি এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার বিকাশে শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। আর এই ধরনের দক্ষতার বিকাশে শিক্ষকদের সাহায্য করে এই ধরনের প্রশিক্ষণ।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা, ইচ্ছা এবং চাহিদা সম্পর্কিত লক্ষ্যপূরণের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনা রচনা করে থাকেন যা শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও সমস্যাসমাধানের দক্ষতার প্রতিফলনে সহায়তা করে থাকে। আর এই ধরনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণে শিক্ষক শিক্ষা শিক্ষকদের সাহায্য করে থাকে।
- শিক্ষকদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা, সহযোগিতামূলক মনোভাব, অধ্যয়নের অভ্যাস এবং স্ব-অনুপ্রেরণার মতো গুণাবলির বিকাশে এই ধরনের প্রশিক্ষণ সাহায্য করে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতাকে সঠিকভাবে যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের শিক্ষা শিক্ষকদের যথাসম্ভব সাহায্য করে থাকে।
- এই ধরনের কর্মসূচি শিক্ষকদের বিভিন্ন মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করে থাকে।

1.2. শিক্ষক শিক্ষার পরিধি (Scope of Teacher Education)

শিক্ষক শিক্ষার পরিধির দুটি প্রধান দিক হল—

1.2.1. কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষা (Pre-Service Teacher Education)

সারাদেশব্যাপী যে শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচিকে শিক্ষকগণের শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের পূর্ব ও প্রয়োজনীয় শর্ত বলে মনে করা হয় তাকেই প্রাক্-শিক্ষকতা পেশাকালীন বা কর্মপূর্ব শিক্ষক-শিক্ষণ বলে চিহ্নিত করা যায়। প্রকৃত অর্থে কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষা বা শিক্ষণে শিক্ষকদের চাকরিকালীন ডেপুটেশন নিয়ে পড়তে আসার কথা নয় এবং কোর্সটিও সেভাবে তৈরি করা নয়। এই কর্মপূর্ব শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষককে শিক্ষাদান পেশায় অভিমুখী (Orient) করবে। এটি সেজন্য এক ধরনের অভিমুখীকরণ কর্মসূচি (Orientation Programme)। মনে রাখতে হবে প্রাক্-শর্ত হিসেবে গঠিত এই অভিমুখীকরণ কর্মসূচিকে আগের মতো 'শিক্ষক শিক্ষা' বা 'training' বলা হয় না। এর বদলে 'শিক্ষণ' বা 'শিক্ষা' বা 'education' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষা বা শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও পরিধি এখন ব্যাপক। এটি আর কেবল শিক্ষার তত্ত্বমূলক বিষয়ের বক্তৃতা দানে সীমাবদ্ধ নেই অথবা মেথড বিষয়ে বিদ্যালয়ে যা শেখানো

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

হবে তার জ্ঞানমূলক অংশটি ট্রেনি টিচারদের আবার একইভাবে বক্তৃতার মাধ্যমে শিখিয়ে দেওয়া নয়। কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষা বা শিক্ষণের ধারণা আরও বেশি কিছু। এটি কতকগুলি নির্দেশনা কৌশলই শেখায় না, যে পরিবেশে, যে সমাজ ও দেশে শিক্ষক, শিক্ষকতা ব্রতে লিপ্ত হবেন তাকে চিনতে শেখায়। তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক বাতাবরণ, লক্ষ্য ও চাহিদাকে চেনায় এবং সেই অনুযায়ী ভবিষ্যৎ সমাজের গণতান্ত্রিক দক্ষ নাগরিক গড়তে সাহায্য করে।

কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণ বলতে বোঝায় কর্মে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষার্থী-শিক্ষক প্রশিক্ষণ দান। যে সমস্ত শিক্ষার্থী-শিক্ষক কিছু পরিমাণে সাধারণ শিক্ষাগ্রহণ করে আসে এবং যারা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশাতে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করা হয়, যাতে তারা যথার্থ ও কার্যকরীভাবে শিক্ষা প্রদান করতে পারেন। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্ত করে DIET-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন দু-বছরের প্রশিক্ষণের জন্য এবং প্রশিক্ষণ শেষে সফল হলে তিনি শংসাপত্র পান। আবার একজন স্নাতক বা স্নাতকোত্তর BEd কোর্সে যে-কোনো CTE বা ট্রেনিং কলেজে যোগদান করতে পারেন। খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে 10+2 স্তরের পর চার বছরের সমন্বয়িত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও সাধারণ শিক্ষার কোর্সে ভরতি হতে পারেন। আবার কেউ কেউ BEd সমাপ্ত করে MEd কোর্সে ভরতি হন। এ ছাড়াও আছে বিশেষ শিশুদের জন্য BEd (Special Education), DEd (Special Education), DPEd, MPEd (Physical Education), BEd (Hindi) এবং Certificate in Preparatory Teachers Training।

এই সমস্ত ক্ষেত্রেই যদি অংশগ্রহণকারী Fresher Candidate হিসেবে অংশ নেন তখন তাকে কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষা বলে। এটি সাধারণত কর্মে প্রবেশের পূর্বেই গ্রহণ করা হয়। কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণের বিভিন্ন প্রকারভেদ বর্তমান এবং এগুলির বিভিন্ন স্তরও বর্তমান, যেমন—কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষা প্রারম্ভিক শৈশব স্তরের জন্য, প্রাথমিক স্তরের জন্য, উচ্চ প্রাথমিক স্তরের জন্য, মাধ্যমিক স্তরের জন্য, শারীরশিক্ষার শিক্ষকদের জন্য, যোগা শিক্ষকদের জন্য, বিজ্ঞানের শিক্ষকদের জন্য, সংস্কৃতির শিক্ষকের জন্য, হিন্দি শিক্ষকের জন্য এবং চার বছরের সমন্বয়িত শিক্ষক-শিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য।

কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষার ব্যাপ্তি শিক্ষণের স্তরের উপর নির্ভর করে। যেমন—প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণ 10 বছর বিদ্যালয় শিক্ষার পর, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পর ও মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষণ স্নাতক স্তর সমাপ্ত করার পর গ্রহণ করা যায়।

1.2.2. কর্মরত শিক্ষক শিক্ষা (Inservice Teacher Education)

1986 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতি কর্মরত শিক্ষক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং কর্মপূর্ব ও কমরত শিক্ষক শিক্ষাকে পৃথক করে না দেখার কথা বলা হয়েছে। এই

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

দুটিকে শিক্ষক শিক্ষার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া রূপে গণ্য করা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন—District Institutes of Education and training (DIETs), Colleges of Teacher Education (CTEs), Institutions of Advance Studies in Education (IASE's) ইত্যাদি। পেশাগত উন্নয়ন শুরু হয় কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষার দ্বারা এবং এর নবীকরণ হয় কর্মরত শিক্ষক শিক্ষা দ্বারা। এই শিক্ষক শিক্ষা শিক্ষক-শিক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তনগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটায় এবং শিক্ষক-শিক্ষণের দক্ষতা ও সক্ষমতাগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কার ঘটায়।

বর্তমানের শিক্ষা, সমাজ তথা জ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুল পরিবর্তন হয়েছে। ফলে শিক্ষকদের ভূমিকারও পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন ধরনের দক্ষতা ও ভূমিকার প্রয়োজন হচ্ছে এবং যার সঙ্গে সঙ্গে কর্মমধ্য প্রশিক্ষণেও নতুন পরিবর্তনের জোয়ার আসছে। পাঠক্রম, মূল্যায়ন, শিক্ষোপকরণ, টেলিসংযোগ ব্যবস্থার প্রচলন শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পর্যায়ে শিক্ষার জগতে বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ফলে যথাযথ শিক্ষক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষকদের পক্ষে এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে 10 + 2 + 3 ধাঁচে বহু নতুন পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, গ্রেডিং প্রথা, ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক নতুন ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলি হল পরিবেশ শিক্ষা, জনসংখ্যা শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা, লিঙ্গ সচেতনতা ইত্যাদি। কর্মরত শিক্ষক শিক্ষার জন্য জাতীয় স্তরের সম্পদ কেন্দ্রগুলি Refresher Course ও Orientation Programme-এর ব্যবহার করছে। এ ছাড়া Visit, National Exchange Programme, International Study visit প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্বচেষ্টায় শিখন, ধারাবাহিক শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমেও কর্মরত শিক্ষক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পেশাগত প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী Seminar, Workshop এবং Conference-এর আয়োজন করা হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও টেলিসংযোগ পদ্ধতির যুগে শিক্ষকদের আরও বেশি করে আন্তর্জাতিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত হতে হচ্ছে এবং Multiculturalism, Multiracialism ও বস্তুবাদী ধারণার মতো আন্তর্জাতিক ধারণাগুলির সঙ্গে তাদের পরিচিত হতে হচ্ছে। সেই কারণে কর্মপূর্ব ও কর্মমধ্য উভয় প্রকার প্রশিক্ষণের মধ্যে পরিবর্তনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

M B Buch কর্মমধ্য প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন—"Inservice education is thus a programme of activities aiming at the continuing growth of teachers and educational personal inservice."

Cane (1969) কর্মরত শিক্ষক শিক্ষার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—"All those activities and courses which aim at enhancing and strengthening the professional knowledge, interest and skills of serving teachers."

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

অর্থাৎ কর্মরত শিক্ষক শিক্ষার শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও আগ্রহকে বৃদ্ধি করে এবং তাদের ধারাবাহিক বিকাশের ব্যবস্থা করে। এর থেকে আমরা কর্মরত শিক্ষক শিক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যমূলক দিক সম্পর্কে জানতে পারি। এগুলি হল—

1. পেশাগত জ্ঞান।
2. দক্ষতার বিভিন্ন দিক।
3. পেশার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি।
4. একটি পেশাগত নীতি ও আচরণবিধি।
5. পেশাগত দক্ষতা—প্রশাসনিক দক্ষতা, ব্যবস্থাজ্ঞাপক দক্ষতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের দক্ষতা ইত্যাদি।
6. শিক্ষকতা পেশার প্রতি আগ্রহ।
7. কিছু নির্দিষ্ট পাঠক্রম, যেমন—কিছু অভিজ্ঞতা যা বাস্তব ও শিক্ষাতাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত।
8. ক্রিয়াকলাপ, যেমন—সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, আলোচনা, মস্তিষ্ক প্রক্ষালন ইত্যাদি।

কর্মরত শিক্ষক শিক্ষা সাধারণত যে শিক্ষকরা প্রাতিষ্ঠানিক পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রদান করা হয়। এগুলি এমন ধরনের অভিজ্ঞতা ও কার্যাবলি শিক্ষকদের সরবরাহ করে যাতে তাদের পেশাগত জ্ঞান, আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। এই সমস্ত জ্ঞান দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শিক্ষার্থীদের শিখনে সর্বাধিক ফলপ্রসূ পরিবর্তন আনে এবং সর্বাধিক ফলাফল পাওয়া যায়।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz